জাল দলিলে সম্পত্তি হাতিয়ে নিচ্ছে চক্র

জাল দলিলের জালিয়াতিতে ৪০ বছরেরও বেশী সময় ধরে ভোগ দখলে থাকা জমির মালিক আজ দিশেহারা। পদ্ম সেতু চালুর পর থেকে দক্ষিণাঞ্চল তথা খুলনায় জমির দাম তুঙ্গে। চাহিদার তুলনায় শহরে জমি কম থাকায় মহানগরের আশাপাশ এলাকায় জমি কেনায় রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ভূমিদস্যুদের সংঘবদ্ধ একটি চক্র। অভিযোগ রয়েছে, জাল দলিল তৈরি করে অন্যের জমি নামজারি করে নিজেদের মধ্যেই বিক্রি করে জমি হাতিয়ে নিচ্ছে চক্রটি। শুধু নামজারি নয়, বেশ কয়েকটি মূল্যবান সম্পত্তির মালিক বনে যাওয়ার লক্ষে জাল দলিলের মাধ্যমে আদালতে মামলাও করেছে এই চক্র।
খুলনা ডুমুরিয়ার উপজলার মোস্তফার মোড় এলাকায় এভাবে আসল জমির মালিককে অন্ধকারে রেখে একজনের জমি অন্যের নামে রেজিস্ট্রি করে হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আর এ জালিয়াতি ও প্রতারণার ঘটনা ঘটিয়েছে রায়েরমহল এলাকার বাসিন্দা মো. মকিতুর রহমান ও তার সংঘবদ্ধ চক্র। এক সময় এই মকিতুরের পূর্ব পুরুষ ওই এলাকায় অনেক জমির মালিক থাকায় জমি হাতাতে নিজেই সাজেন দাতা। যাতে হাতিয়ে নেওয়া জমি বিক্রিতে কারো সন্দেহ তৈরী না হয়। আর গরিব ভূমি মালিকের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় চক্রটি।
খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, মো. মকিতুর রহমানের নামে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে খুলনা ডুমুরিয়া উপজেলার চক আসানখালী মৌজার ৮৯২৯ খতিয়ানে নামজারির আবেদন অনুমোদিত হয় এবং তিনি ডিসিআর কাটেন। মকিতুর অক্টোবর মাসে মিজান মোল্লার ছেলে সৈকত মোল্লার কাছে এই আট শতক জমি বিক্রি করেন। পরে মকিতুর লোকজন নিয়ে দলিল ও নামজারি দেখিয়ে চক্রটি জমির দখল নেয়।
সরেজমিন দেখা যায়, ডুমুুরিয়া উপজেলার চক আসানখালী মৌজার মোস্তফার মোড় থেকে কৈয়া বাজার যেতে রাস্তার পাশে একই জমিতে দুটি সাইনবোর্ড। একটি সাইনবোর্ডে লেখা ওয়ারেশ সূত্রে শেখ আকতার হোসেন, শেখ ফেরদাউষ হোসেন ও শেখ রফিকুল ইসলাম মুকুল এক দশমিক ৭০একর জমির মালিক। পাশেই নতুন করে ঘেরা দেওয়া আট শতক জমি। সাইনবোর্ড দেওয়া জমিতে। সেখানে লেখা ক্রয় সূত্রে এই জমির মালিক সৈকত মোল্লা।
জমির মূল মালিক শেখ ফেরদাউষ হোসেন বলেন, ৪০ বছরেরও বেশী সময় ধরে